- : সমাস : -

MODERN SANSKRIT

সমাস শব্দের ব্যুৎপত্তি হল সম্-অস্ + ঘঞ্ = সমাস।

সমাস শব্দের সাধারন অর্থ হল সংক্ষেপ।

‘একপদীভাবঃ সমাসঃ’ - দুই বা ততোধিক পদ একপদে পরিনত হওয়ার নাম সমাস।

সমস্যমান পদ - যে সমস্ত পদ মিলিত হয়ে সমাস হয় তাকে সমস্যমান পদ বা ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য বলে।

❖ পানিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থে বলেছেন **‘সমর্থঃ পদবিধিঃ’**। সম’ অর্থাৎ তুল্য, অর্থঃ অর্থাৎ প্রয়োজন; যে সকল শব্দের প্রয়োজন তুল্য বা সমান তাহা সমর্থ। যথা - রাজ্ঞঃ পুরুষঃ এই বাক্যে রাজাধীন পুরুষ বোঝায় ,এই অর্থ বোঝাতে হলে ‘রাজন্’ এবং ‘পুরুষ’ এই দুটি শব্দেরই সমান প্রয়োজন। এই দুটি শব্দ পরস্পর অন্বিত না হলে যে কোন একটি শব্দের দ্বারা উক্ত অর্থের প্রতীতি হয় না।

❖ পদবিধিঃ অর্থাৎ পদসম্বন্ধে যে বিধান। পদবিধি শব্দের পদসম্বন্ধে বিধান এইরূপ অর্থ হইলেও যে শব্দসমন্বয়ে বা পদসমন্বয়ে এই বিধান প্রযুক্ত হয় তাহাও ‘পদবিধি’ নামে অভিহিত। পাঁচটি ক্ষেত্রে এইরূপ সমন্বয় হয় কৃৎ, তদ্বিত সনাদ্যন্ত ধাতু, সমাস ও একশেষ।

সমাস করতে গেলে ব্যপেক্ষা এবং একর্থীভাব এই দুই প্রকার সামর্থ্যের প্রয়োজন। বিশিষ্টা অপেক্ষা-ব্যপেক্ষা। বাক্য হতে গেলে আকাঙ্খা, যোগ্যতাকে বোঝায়। পদসমষ্টি যদি পরস্পর সন্নিহিত হয়ে একটি সংগত অর্থ প্রকাশ করে তবে তাহা সমর্থ। যদি সমর্থ হয় তাহা সমর্থ । যথা রাজ্ঞঃ পুরুষ এই বাক্যে ‘রাজন্’ ও ‘পুরুষ’ এই বিগ্রহবাক্যে সামর্থ্য থাকায় সমাস সম্ভবপর, কিন্তু ‘ভার্যা রাজ্ঞঃ, পুরুষো দেবদত্তস্য’ এই বাক্যে ‘রাজন’ ও ‘পুরুষ’ শব্দ

MODERN SANSKRIT

যেহেতু পরস্পর সাপেক্ষ নয় অতএব এখানে রাজ্ঞঃ পুরুষ সমাস হবে না। রাজন ও পুরুষ এই বাক্যে যথাক্রমে ভার্যা ও দেবদত্তের সহিত অন্বিত। যেখানে সাপেক্ষতা হেতু 'রাজপুরুষ' সমাস হয় সেখানে সমাস হওয়ার পর সমস্যমান 'রাজন' ও 'পুরুষ' শব্দের পৃথক অর্থের প্রধান্য থাকে না, এই দুই শব্দের মিলিতার্থের অর্থাৎ রাজাধীন পুরুষ অথবা পুরুষযুক্ত রাজা এই অর্থেরই প্রতীতি হয়। মিলিতার্থের এই প্রতীতি সমাসের এক বিশেষ সামর্থ্য।

বৃত্তি :- 'পরার্থভিধানং বৃত্তিঃ' শব্দের মধ্যে যে নিজস্ব অর্থ আছে তদতিরিক্ত অর্থ আছে তদতিরিক্ত অর্থ যার দ্বারা অভিহিত হয় তাকে বৃত্তি বলে। বৃত্তি পাঁচ প্রকার যথা-কৃৎ, তদ্ধিত সমাস, একশেষ, সনাদ্যন্ত ধাতু।

উদাহরন :- কৃৎ - আহর্তুম্ - আহরনং কর্তুম্

তদ্ধিত - আর্জুনিঃ - অর্জুনস্য অপত্যং পুমান

সমাস - পীতাম্বরঃ - পীতম অম্বরং যস্য সঃ

একশেষ - পিতরৌ - পিতা চ মাতা চ

বিগ্রহ :- 'বৃত্ত্যর্থাববোধকং বাক্যং বিগ্রহঃ' বিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাদক বাক্যকে বিগ্রহ বলে। বিগ্রহ দুই প্রকার লৌকিক এবং অলৌকিক ব্যাকরন সংস্কৃত বাক্য লৌকিক বিগ্রহবাক্য। ব্যাকরন সংস্কৃত না হওয়ার যা প্রয়োগের আযোগ্য আসাধু বাক্য তা অলৌকিক বিগ্রহবাক্য।

উদাহরন :- ভূতপূর্ব

লৌকিক বিগ্রহ - পূর্বং ভূতঃ

অলৌকিক বিগ্রহ - পূর্ব অম্ ভূত সু